ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪২(আগরতলা-২৪।০৪)
আগরতলা,২৪ এপ্রিল,২০১৮

কেন্দ্রীয় সরকার গরীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে
রাজ্য সরকারের কাজ এসব সুযোগ সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ঃ মুখ্যমন্ত্রী

গরীব অংশের মানুষ বিশেষ কিছু চাননা। তারা চান রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, আধার কার্ড, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বাড়িতে শৌচালয়, ১২ টাকায় বীমার সুযোগ, রাস্তাটা ঠিক আছে কিনা এসব। ভারতের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের চাহিদা হলো এসব সুযোগ সুবিধা। যে সরকার মানুষের এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে, সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে। আজ সিপার্ডে সরকারি আধিকারিকদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই কথাগুলি বলেন।

সরকারি শৃঙ্খলা বিষয়ে পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে সাধারণ প্রশাসন। আঠারোটি দপ্তরের ৩৭জন আধিকারিক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, সিপার্ডের ডি জি কে নাগরাজ আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের প্রধান সচিব রাকেশ সারোয়াল।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সবাইকে নববর্ষ, বিঝু, গড়িয়া উৎসবের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আমাদের ঐতিহ্যের এই সংস্কৃতি নতুন কিছু করার অনুপ্রেরণা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার শুধু মন্ত্রিসভা দ্বারা পরিচালিত সরকার নয়, এটা ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার। তিনি বলেন, আমরা এই সমাজেরই মানুষ। যদি ব্যক্তি ঠিক থাকে তবে সবই সঠিকভাবে চলবে। আমাদের আধিকারিকদের সাধারণ মানুষের বক্তব্য, চাহিদা বুঝতে হবে। জনগণের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। অন্যের সমস্যা বোঝার মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি বলেন, ছোট ছোট দুর্নীতিই সমাজকে, প্রশাসনকে ধ্বংস করে দেয়। গরীব মানুষের চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গরীবদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যগুলিকে ১০ শতাংশ করে টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। রাজ্য সরকারের কাজ ঐসব সুযোগ সুবিধা গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গরীব অংশের মানুষকে কেউ যেন হয়রানি না করে তা দেখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৩৫/৪০ বছর ধরে এই রাজ্যে কাজ করার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। আধার কার্ড, বিপিএল কার্ড, গরীবদের জন্য ঘর নিয়েও রাজনীতি হয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান আপনাদেরই করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, উপযুক্ত ব্যক্তি দিয়েই উপযুক্ত কাজ করতে হবে। যে কোনও কাজে পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে। কর্মসংস্কৃতির আরও উন্নতি করতে হবে। সব থেকে বড় হলো কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি বলেন, করাপশন এবং ক্রিমিন্যালের কোন জাত হয়না। এই সরকার এসব প্রশ্রয় দেবেনা। সরকারি যেসব পদ্ধতি রয়েছে তা প্রথম ব্যক্তি থেকে চালু করে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াই সরকারের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কাজের প্রতি নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব, জনগণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, কর্মসংস্কৃতি, স্বচ্ছতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

****